টোকিও

এমডিএস ইসলাম নান্নু

এক সফল প্রবাসীর গল্প

রাহমান মনি *টোকিও থেকে*

প্রায় কেউই কিছু না করলেও, সবাই স্বীকার করেন বাংলাদেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছেন প্রবাসীরা। রাজনীতিক, মন্ত্রী, সামরিক-বেসামরিক আমলা সবার মুখ থেকে এ রকম কথা প্রায়ই শোনা যায়।

দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের তরুণরা পাড়ি জমায় বিদেশে, অজানা গন্তব্যে– প্রায় কোনো রকম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া। উল্টো রাষ্ট্র নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো অধিকাংশ সময় তাদের পাশে দাঁড়ায় না।

তারপরও এই মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়ায়। শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারচেয়েও বড়ভাবে অবদান রাখে দেশের উন্নয়নে।

এ রকম একজন মানুষ মোঃ শহীদুল ইসলাম নান্নু। কিছু মানুষ তাকে চেনেন এমডিএস ইসলাম নামে। সব মহলের কাছে তিনি পরিচিত নান্নুভাই হিসেবে। নান্নু টোকিওর পরিচিত এবং প্রিয় মুখ। গাড়ি ব্যবসায়ী। রিকন্ডিশন্ড বা ইউজড কার ব্যবসায়ী। বড় ব্যবসায়ী। ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর ২২টি দেশের সঙ্গে তার ব্যবসা। কিন্তু শুরুর সময়টা মোটেই এমন ছিল না। দৃঢ় সঙ্কল্প, মনোবল আর পরিশ্রমের ফলেই তৈরি হয়েছে আজকের প্রেক্ষাপট।

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার ডহরী নওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী নান্নুর পিতার নাম আব্দুল জব্বার মিয়া এবং মাতার নাম মমতাজ জব্বার। পাঁচ ভাই চার বোনের পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান নান্নু ছোটবেলা থেকেই ঢাকার গেন্ডারিয়াতে বড় হয়েছেন এবং পড়াশোনার পাঠও ঢাকাতেই চুকিয়েছেন। ঢাকায় বড় হলেও তিনি নিজেকে বিক্রমপুরের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। ১৯৮২ সালে গেন্ডারিয়া হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৮৪ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর ১৯৮৫ সালে বন্ধুদের সঙ্গে এপ্রিল মাসে পশ্চিম জার্মানে (তৎকালীন) চলে যান। কিছুদিন কাটিয়েছেন জার্মানিতে। সময়টা মোটেই ভালো যায়নি। উন্নত দেশ, সভ্য জাতি এবং তথাকথিত ব্লু-ব্লাড দাবিদার জার্মান জাতির ব্যবহার স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন সদ্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেয়া একজন বাঙালি যুবকের মনে সাদা চামড়াধারী পুরো ইউরোপিয়ানদের উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছে সেখানে আর মন বসাতে না পেরে স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাত্রাবিরতিতে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক পৌঁছেন। ব্যাংককে নান্নু জানতে পারেন বাংলাদেশী যুবকরা সবে জাপান আসা শুরু করেছে। কিন্তু তিনি তো জাপান সম্পর্কে 'মেইড ইন জাপান' ছাড়া আর কোনো তথ্য জানেন না। থাকা, খাওয়া, কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভরসা হিসেবে পরিচিত এক বন্ধু জাপান প্রবাসী, বয়সটাও ছিল তখন শুধুই অ্যাডভেঞ্চারের। ১৯৮৫ সালে যখন তিনি দুই বন্ধুসহ জাপানের মাটিতে পা রাখেন তখন তার পকেটে মাত্র ১৯ ডলার।

এমডিএস ইসলাম নান্নু : প্রবাসে সফল বাংলাদেশীদের একজন

নবেম্বরের হালকা শীতে ১৯ ডলার সম্বল নিয়ে বন্ধুর বাসায় প্রথমেই যে বিষয়টি তার মনে দাগ কাটে তা হলো কক্ষের মাপ। গেন্ডারিয়ায় নিজ বাড়ির বাথরুম থেকে সামান্য বড় ছাড়া আর কিছু নয়। সেই রুমেই ৬ জনকে থাকতে হবে! যেখানে ৬ জন ভালোমতো বসাই যায় না। মেহমান এলে তো কথাই নেই। স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক রাতেই পার্কের বেঞ্চে কাটাতে হয়েছে। জাপান আসার পর প্রথম যে কাজটি পান তা হলো এক জাপানি বন্ধুর পরিচয়ে হোটেলে কাজের সুযোগ। সেই থেকেই নান্নুর কর্মজীবন শুরু হয়। ৩–৪ মাস কাজ করার পর টোকিও মিয়াকো হোটেলের (পাঁচ তারকা) ওয়েডিং ব্যাক সেটআপের কাজে যোগদান করেন। মিয়াকো হোটেলে কাজ করাকালীন ভিসা সমস্যায় পড়েন তিনি। ভিসাজনিত সমস্যা সমাধান হওয়ার পর তিনি নিজেই রেস্তোরাঁ ব্যবসা শুরু করেন।

টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে তার প্রথম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু হয়।

এর মধ্যে তিনি জাপানি ভাষা শিক্ষা কোর্স শেষ করে নিহন বুনকা সেম্মন গাক্কো (ভকেশনাল) থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে APFS (Asian People's Friendship Society) এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। Mr. Katsuo Yoshinari-এর সভাপতি। ১৯৯০ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সম্পাদক থাকাকালীন জাপানে বিদেশী বিয়ে নিয়ে কাজ করেন। যার সুফল আজও অনেকেই ভোগ করছেন। কট্টর জাতীয়তাবোধসম্পন্ন জাপানি জাতি সহজে বিদেশী বিয়ে মেনে নিতে চায়নি। ১৯৯৪ সাল থেকে APFS-এর ব্যানারে এশিয়ান ফেয়ার নামে ওইয়ামা শটেংগাতে মূলত বাংলাদেশ এবং ফিলিপিনদের মডেল শো আরম্ভ করেন। বেশ জনপ্রিয় এবং উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল তখন অনুষ্ঠানটি।

১৯৯৫ সালে APFS-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিক্রমপুর এলাকায় নন-ফরমাল প্রাইমারি স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৯৭ সালে একোব্যাক নামে একটি এনজিও, জে আরএস (জাহান রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস)-এর মাধ্যমে খুলনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করেন। এই সময় জনাব ইয়োশিনারিও সঙ্গে ছিলেন।

রেস্তোরাঁ ব্যবসা থাকাকালীন জনাব নান্নু বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হন, যাদের অনেকেই ব্যবহৃত গাড়ি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। পাকিস্তানিদের সঙ্গে বেশ সখ্যও গড়ে ওঠে তখন। তা ছাড়া APFS-এও

প্রচুর পাকিস্তানি সদস্য ছিল। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং উর্দুভাষা রপ্ত করেন সেই সময়ে। ১৯৯২ সাল থেকে রাতে রেস্তোরাঁ ব্যবসা এবং দিনে গাড়ি ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক আয়ত্তে আনেন তিনি। মাস ছয়েকের মধ্যেই জাপানের পোর্ট সিটি ইয়াকোহামা এবং কাওয়াসাকি থেকে রাশিয়ান জাহাজে প্রথম ৫টি গাড়ি তুলে দিয়েই ব্যবহৃত গাড়ি ব্যবসার সূচনা করেন।

১৯৯২ সাল থেকে শুরু করেই প্রচুর চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এন কে ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি কোম্পানি। রাশিয়া দিয়ে শুরু করলেও পৃথিবীর ২২টি দেশে এখন এনকে ইন্টারন্যাশনাল আমদানি রপ্তানির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে ১০টি দেশে আছে এন কে'র নিজস্ব শোরুম বা অফিস। প্রতি মাসে এই কোম্পানি প্রায় হাজারটি গাড়ি বেচাকেনা করে থাকে। প্রতি বছর প্রায় ৪৭ মিলিয়ন ডলারের গাড়ি বেচাকেনা হয়ে থাকে এন কে প্রতিষ্ঠানটির।

জাপানের অফিসগুলোতে ৪০ জন কর্মচারী রয়েছেন, যার ২২ জন হলো বাংলাদেশী। পাকিস্তানি ২ জন, ভারতীয় ২ জন, রাশিয়ান ৩ জন এবং জাপানিজ ১১ জন। জাপানের বাইরের অফিসগুলোতে ৪৫ জন কাজ করছেন যারা প্রতিমাসে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন।

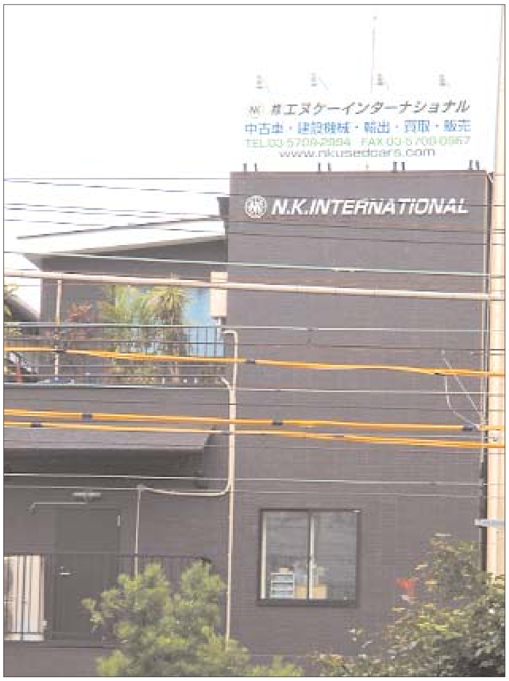

বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল শহর টোকিওতে বাংলাদেশের এমডিএস ইসলাম নান্নু'র নিজস্ব কর্পোরেট অফিস

গত ২৮ এপ্রিল ২০০৭, টোকিওর প্রসিদ্ধ স্থান OTA-KV-তে এন কে বিল্ডিং নামে কোম্পানির নিজস্ব জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণ করেন এবং হেড অফিস স্থানান্তর করেন। তার অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা এবং APFS-এর সভাপতি Katsuo Yoshinari আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃস্থানীয় প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সততা, নিষ্ঠা এবং কর্মস্পৃহা আর তার সঙ্গে অধ্যবসায় এইগুলোর সমন্বয় থাকলে একজন মানুষকে যে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এমডিএস ইসলাম নান্নু। অত্যন্ত সাদাসিধে এবং উদার চিত্তের এই মানুষটি যে শুধুই ব্যবসায়ী তা কিন্তু নয়। তিনি একজন সফল সংগঠক, সংস্কৃতিমনা এবং দানশীল ব্যক্তি।

ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক সন্তানের গর্বিত পিতা। তার সহধর্মিণীর নাম ফারজানা বেবী এবং কন্যার নাম নাফাস ইসলাম। বর্তমানে জাপানে বসবাস করছেন সপরিবারে।

rahmanmoni@gmail.com

The Leading Halal Food Merchant from Tokyo

www.baticrom.com

online store
BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য
সাধ, সাধ্য এবং স্বাদের এক অপূর্ব সমন্বয়

Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-ku, Tokyo
Tel.: 03-3963-6636; 03-5943-5661
Fax : 03-5943-5662; info@baticrom.com